দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস

আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাইতে হইবে। কিন্তু পুরানা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করিয়াছে। বাকি ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাইবার সম্ভাবনা নাই। নানান অজুহাত ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়া তাহারা সময় বাড়াইবার আবেদন জানাইয়াছে। ফলে ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হইবার পর, নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিবার বাধ্যবাধকতার নির্দেশ প্রদান করিবার পরিপ্রেক্ষিতে, দুই দফায় সময় বৃদ্ধি করিয়া বর্তমান সময়সীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু খুব বেশি ফল আসে নাই। জানা গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থী হারাইবার আশঙ্কা হইতে নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিতে গড়িমসি করিতেছে। যাহারা শহরের প্রান্তঃসীমায় নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা রক্ষা পাইলেও, কাহারও কাহারও নিজস্ব জমি পড়িয়াছে আগুলিয়া কিংবা সাভারের মতো স্থানে। ফলে দেখা যাইতেছে, তাহারা ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিলেও নগরে অবস্থিত পুরানা ভবনেই প্রধানত কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছে।

নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিবার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানরক্ষার প্রতিশ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যেকোনো দালান খাড়া করাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় নাম দিয়া বাণিজ্যিকভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম মান কিছুতেই অর্জন সম্ভব নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, ল্যাবসুবিধা, সহশিক্ষা কার্যক্রম, মিলনায়তন, মাঠ এবং যথেষ্ট উন্মুক্ত পরিসর। গুণী-মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়া, সেইরকম আদর্শ ক্যাম্পাস গড়িয়া তুলিতে পারিলে, উপরন্তু ছাত্রাবাসের সুবিধা প্রদান করিতে পারিলে শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না, যাহাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চবেতনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কারণ জনবহুল দেশ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা লইবার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে, অনেকেই মানসম্পন্ন পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় চাহিয়াও পাইতেছে না। চটকদারি কার্যক্রম দিয়া দ্রুত কিছু শিক্ষার্থী সংগ্রহ করিয়া দ্রুত মুনাফা অর্জন খারাপ নীতি। বরং ধীরে ধীরে একটি মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কৃতিত্ব অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। মুনাফার বিষয়টি তখন আপনা-আপনি হাজির হইবে। নূতন-পুরাতন মিলিয়া প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষার্থী এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের সকলেই যে ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান, এমন নহে। অনেকেই কম বেতনের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ না পাইয়া, উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হইয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বাছিয়া লইতেছে। অনেকের পিতা-মাতা কায়ক্লেশে কিংবা সম্পত্তি বিক্রি করিয়া সন্তানদের লেখাপড়ার খরচের যোগান দিতেছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা হিসাবে উপস্থিত রহিয়াছে। এখন সময় হইয়াছে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যূনতম মান অর্জনের। ইহার অন্যতম পূর্বশর্ত হইলো ভৌত অবকাঠামো সুনিশ্চিত করা। ছড়ানো-ছিটানো ভাড়াকরা দালানঘরের পরিবর্তে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণই হইতে পারে সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক একটি ধাপ।

প্রশ্ন হইলো, যেই নিয়ম রক্ষা করা যাইবে না, সেই নিয়ম কেন প্রবর্তন করা হইয়াছিল? এখন নিয়ম অনুসরণ না করিলে তাহার শাস্তি কী? চট করিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় না, কারণ উহার সহিত শত শত কিংবা হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্য জড়িত থাকে। ফলে বিষয়টি যথেষ্ট জটিল। এইক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যেমন দায়িত্বশীল আচরণ করিতে হইবে, তেমনি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করিতে হইবে। সরকারের দিক হইতে শিক্ষার্থীদের উপর করারোপ যেমন জবরদস্তি, তেমনি প্রয়োজনে প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নজরদারি সুসংহত করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। একদিকে ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করিতে ইউজিসি হিমশিম খাইতেছে, অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ে আরও ১০৮টি আবেদনপত্র পড়িয়া রহিয়াছে বিবেচনার জন্য। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরও বিশ্ববিদ্যালয় আমরা দেখিতে পাইবো, যাহার অনেকগুলিই অনুমতি পাইবে রাজনৈতিক বিবেচনায়। এইক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির 'সংখ্যা নহে, মান'—এই নীতি অনুসরণ শ্রেয় হইবে।